দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..25 NOV 1992
পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

শিক্ষাঙ্গন

সর্বনাশা সাহায্যকারী পুস্তকের ঢল

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে সহায়ক হোক বা নাই হোক, অন্ততঃ একটা মোহনীয় অবলম্বন হচ্ছে সাহায্যকারী পুস্তকগুলো। সমগ্র তৃতীয় বিশ্বে এ প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট। এবং এর গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলছে আমাদের তরুণ ছাত্র সমাজ। বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজী বিভাগে এমনি বহু লেখকের আর্বিভাব ঘটেছে— যারা এ বিদেশী ভাষাকে দিন দিন অতল গহ্বরে তলিয়ে নিচ্ছ। শুধু মৌলিকত্ববিবর্জিত নয় বরং মোটা মোটা গলদের পর গলদ এমনিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যার কবল থেকে, বিস্ফোরিণ থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করার জন্য জাতীয় চেতনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অজস্র ডাইজেস্ট, নোটবুক, হ্যাণ্ডবুক, গাইড বুকের ছড়াছড়িতে বাজার খুবই জমজমাট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কর্তৃপক্ষ আদৌ কি একবার হলেও ভেবে দেখেছেন এগুলোর আসল চেহারা? নিরন্তর বাণিজ্যিক প্রবণতাই সুস্পষ্ট।

এতদপ্রসঙ্গে অধ্যাপক নজরুল ইসলামের তরঙ্গ প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত গরম গরম বাজার সৃষ্টিকারী উচ্চ মাধ্যমিক গাইড বইখানা উল্লেখ্যযোগ্য। কারণ, প্রায়ই ৭০% ছাত্র-ছাত্রী না বুঝে না শুনে এ বইয়ের উপর খুবই ঝুঁকে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে উত্তরপত্র পরীক্ষণের সময় আমরা পরীক্ষকগণ হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। ভুলে ভরা এই বইয়ের কিঞ্চিত নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) উক্ত বইয়ের সংস্করণ জুলাই, ১৯৯২, পৃষ্ঠা নং ১৯-এর ৩ নং প্রশ্নকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯২ সনের উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজী ১ম পত্রের বোর্ড প্রশ্নরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ আদৌ এর কোন বাস্তবতা নেই। মূল গল্পের পটভূমিতে Moral কি? এবং Explain the moral কোন ক্রমেই এক নয়। কাজেই এর উত্তরও গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) উক্ত পুঁথির ২৩৪ নং পৃষ্ঠায় রাজশাহী বোর্ডের ১৯৯১ সনের উ, মা, ইংরেজী ১ম পত্রের একটি Passive Voice এর উত্তর: "Have your payment been found too little"? দেয়া আছে। এখানে Subject এবং Verb এর agreement এর মধ্যে রয়েছে মারাত্মক অসঙ্গতি।

(৩) এ প্রহেলিকাময় পুস্তকে যশোর বোর্ডের ১৯৯২ সনের উ, মা, ইংরেজী ১ম পত্রের 9 (V) নং- প্রশ্ন উত্তরে আদৌ কোন infinitive phrase ব্যবহার করা হয় নাই। যার ফলে direction সম্পূর্ণভাবে লংঘন করা হয়েছে।

(৪) বিবিধ: উক্ত বইখানা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য আমরা দাবী জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, শুধু তরঙ্গ প্রকাশনী কেন, প্রায় সকল প্রকাশনার একই অবস্থা। তাই এই মুহূর্তে 'ঔষধনীতির' ন্যায় সাহায্যকারী বইনীতি প্রণয়ন করার জন্য জাতির দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিশন বা কমিটি গঠন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—প্রভাষক মোঃ শাহজাহান মিয়া।